টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Regd No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত

(দাদাঠাকুর)

সঙ্গীতানুষ্ঠান

গত ১০ই মার্চ্চ জঙ্গিপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জঙ্গিপুর মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত "বসন্তোৎসব" অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন সর্ব্বশ্রী সাগর সেন, মৃণাল চক্রবর্ত্তী, দেবব্রত দে বিশ্বাস, জহর রায়, শ্যামলী বসু, মাঃ তিলক এবং অন্যান্যরা। উক্ত অনুষ্ঠানে শ্রোতা ও দর্শকের বিশেষ ভীড় হয়।

৫৮শ বর্ষ, ৪৫শ সংখ্যা | 19th April { 1972 } [৬ই বৈশাখ, ১৩৭৯ বুধবার] | মূল্য : ১০ পয়সা

ফরাক্কায় সর্বভারতীয় কবি সম্মেলন

ফরাক্কা ব্যারেজ, ৮ই এপ্রিল—আজ ফরাক্কায়, নেতাজী ময়দানে স্থানীয় হিন্দী-সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে সর্ব্বভারতীয় কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই সম্মেলনের উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব ছিল, বিভিন্ন ভাষাভাষী কবিদের আধুনিক কবিতা পাঠ ও সাহিত্যালোচনা। বাংলা, হিন্দী, উর্দ্দু, তামিল প্রভৃতি ভাষায় ভারতের বিভিন্ন নামী কবিরা নিজ নিজ কবিতা পাঠ করে শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করতে সমর্থ হন। উল্লেখিত কবিদের মধ্যে হিন্দী ভাষায় প্রথিতযশা কবি গোপালদাস নিরজ, ডঃ বৈচন প্রভৃতি বিশেষ স্থান অলংকৃত করেছিলেন। সভানেত্রী পদে উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত লেখিকা ও কবি বাণী রায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষা ডঃ উমাদেবী এই সভায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। প্রধান অতিথিরূপে ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীনীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে সম্মিলিত কবিদের স্বাগত জানান ও বর্ত্তমান পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে দেশের সর্ব্বাত্মক উন্নতিসাধনে কবিদের ভূমিকার ব্যাখ্যা করেন। ডঃ বৈচন তাঁর ভাষণে দেশ-কাল-পরিস্থিতির উর্দ্ধে সাহিত্য তথা কবিতার সার্ব্বিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহারিক প্রয়োজনের বিশ্লেষণ করেন।

ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের সুধী শ্রোতারা গভীর রাত পর্য্যন্ত জেগে এই কবি-সম্মেলনকে সার্থক ও সফলকাম করে তুলতে সচেষ্ট হন। কৃষ্টি-সংস্কৃতির ইতিহাসে এই জেলায় এই কবি-সম্মেলন বিশেষ দিকের সূচনা করেছে। আশা করা যায়, প্রতিবছর এই ধরণের অনুষ্ঠান মানুষের সামাজিক পরিবেশকে সুদূরপ্রসারী করে তুলতে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যাবে।

জঙ্গিপুরে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি, সমষ্টি উন্নয়ন, গ্রামীন জলসরবরাহ ও আইন মন্ত্রী শ্রীআবদুস সাত্তার

১৮ই এপ্রিল বেলা ২-৩০ ঘটিকায় জঙ্গিপুর মুন্সেফী আদালত ভবনের সম্মুখের বারান্দায় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের আগমন উপলক্ষে এক সভার অধিবেশন হয়। সভায় য়্যাডভোকেট শ্রীবিশ্বনাথ দাস ধুলিয়ান ও অরঙ্গাবাদে ভাঙনে প্রভূত জমি-ঘরবাড়ী গঙ্গার গর্ভে বিলীন হওয়ার সম্বন্ধে ও উকিল মহম্মদ শাহ্‌জামাল সাহেব বিচার বিভাগীয় ত্রুটি-বিচ্যুতির ও গরীব মক্কেলদের হয়রাণীর কথা উল্লেখ করেন। শ্রীসাত্তার দীর্ঘ দিনের এই সব ত্রুটি ও অবহেলা দূর করবেন বলে আশ্বাস দেন।

মহকুমা সদর হাসপাতালে চরম অব্যবস্থা

আসন্নপ্রসবার প্রতি চূড়ান্ত ঔদাসীন্য

সম্প্রতি স্থানীয় স্বর্গীয় হরিহর ঘোষাল মহাশয়ের ৫ম পুত্র শ্রীদেবনারায়ণ ঘোষালের (বুলিবাবু) আসন্নপ্রসবা পত্নীকে মহকুমা সদর হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। বেডের অভাবে শ্রীমতী ঘোষালকে মাটিতে থাকতে হয়। প্রসূতির যন্ত্রণা ও কষ্ট উত্তরোত্তর বাড়তে থাকলে চীফ মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ ঘোষকে ডাকা হয়। কিন্তু তিনি আসেন নি। রোগিনীর পরিজনেরা ডাঃ ঘোষের কাছে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ জানিয়েও ব্যর্থকাম হন। কিন্তু ডাঃ ঘোষ আসতে পারলেন না ; সাধারণের বোধগম্য নয় কারণটি। অগত্যা বুলিবাবু তাঁর স্ত্রীকে ঐ অবস্থায় হাসপাতাল হতে বাড়ী আনেন এবং আলাদাভাবে নার্স প্রভৃতি নিয়োগ করতে বাধ্য হন।

প্রশ্ন এই যে, বুলিবাবু না হয় চালিয়ে নিতে পেরেছেন ভগবান তাঁকে দিয়েছেন বলে। কিন্তু গরীব প্রসূতির ক্ষেত্রে ভাগ্যটাত ডাক্তারবাবুর হাতে আর না হয় ভগবানের হাতে ? এমন সহৃদয় মেডিক্যাল অফিসার এই হাসপাতালে এর আগে এসেছেন কিনা সন্দেহ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এই হাসপাতালে ঔষধ মেলে না। এক্সরে ব্যবস্থা আছে, রেডিয়োলজিষ্ট আছেন ; 'প্লেট নেই' শুনতে হয় ছবি তুলতে গেলে।

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন

শেষ সংবাদ

১৯শে এপ্রিল বেলা ৯টা নাগাদ "আনন্দময়ী সন্ধ্যা" নামে বাসটি ফরাক্কা হ'তে রঘুনাথগঞ্জ অভিমুখে আসছিল। বাসে চারজন সি, আর, পি ছিল। মহেশাইল বাস ষ্টপেজে তাদের ভাড়া চাইতে গিয়ে বাস কণ্ডাক্টর তাদের হাতে লাঞ্ছিত হয়। সি, আর, পিরা জানায় যে, তারা বাসের ভাড়া দেয় না। বাস যাত্রীরা এই অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে উদ্যত হ'লে বাসযাত্রী ও সি, আর, পি-দের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়। সি, আর, পি-র হাত হ'তে বাসের মহিলা-পুরুষ কেউ রেহাই পান নি। ক্ষিপ্ত বাসযাত্রী ও গ্রামবাসীর প্রচণ্ড মারে একজন সি, আর, পি-র মৃত্যু হয়। রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৬ই বৈশাখ বুধবার সন ১৩৭৯ সাল।

॥ বর্ষ-বিদায় > বর্ষবরণ ॥

'শিবো হে এ কী তুমার সাজ, মাথায় বেঁধ্যাছ কেনে জটা'—গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী শিবের গাজন-উৎসবে মুখর হইয়া উঠে রাঢ়পল্লীর শিবের দেউল। ভক্তদের নিষ্ঠা ও সাজসজ্জা রুক্ষ চৈত্রের পরিশুষ্কতায় অন্তরের শুচিতা বহন করিয়া আনে। শিবলিঙ্গ পূজা পান দুধে-জলে, কচি আমে ও কচি বেলপাতায়। ঢাকের বাজনায় ভক্তহৃদয় রসাপ্লুত। শুরু হয় নানা রকমের অসাধ্যসাধনের ক্রিয়া অনুষ্ঠানে দেবতার মাহাত্ম্য প্রচার। মহাকালের গর্ভে লীন হয় একটি বছরের ক্লান্ত পরিক্রমার পুঞ্জিত গ্লানি। হু হু হাওয়ায় চৈত্রের চিতাভস্ম উড়িয়া যায় এদিক সেদিক। রাশি রাশি ঝরিয়া পড়া নিমফুল ঘোষণা করিতেছে—প্রাণের আবর্জনা সরাইয়া ফেলার দিন আসিয়াছে। পুরাতন বৎসরের সমস্ত গ্লানি ধুইয়া যাক; সকল কলুষতা হইতে মুক্ত হউক সংসার; ভাবীকালের কল্যাণ-স্পর্শে আনন্দে থাকুক 'খল্বিমানি ভূতানি'। সেই উদাত্ত আর্ত্তি—'অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়…'। নীলপূজা ও চড়ক উৎসব বৎসরের সর্বশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠান। বর্ষশেষের ঘোষক এরা। নূতনের আহ্বান জানাইতে হইবে। তাহার ডাক পৌঁছিয়াছে।

আমরা ১৩৭৮ সনকে বিদায় দিয়াছি। এই বিদায় অশ্রুভারাক্রান্ত নয়; শুধু একটি দীর্ঘশ্বাস-সংপৃক্ত। ক্রমশঃই কালের কুক্ষিগত হইবার পথে ছুটিয়া চলিতেছি। বরণ করিয়াছি ১৩৭৯ সনকে। বৈশাখকে জানাইয়াছি 'এসো এসো'। মহাভৈরব বৈশাখ 'দীপ্তচক্ষু শীর্ণ সন্ন্যাসী'। রুদ্রমূর্ত্তিতে তাঁহার আবির্ভাব; তাঁহার বিষাণের ডাক শুনা যাইতেছে। সে ডাক নবীনকে, সে ডাক সবুজ প্রাণকে যে প্রাণ অমৃতের পথিক। আবার সে ডাক অতীতের স্বপ্নে বিভোর চিত্তকে সাড়া জাগায়। উঠ, জাগ। মহাকালের অনন্ত অতন্দ্র প্রহরার মাঝে ব্যাঘাত আনিও না। তাঁহার সঙ্গী হইতে না পারিলে কালের চক্রপেষণের অবসন্নতা কোন্ মঙ্গল আনিবে? ইহার চেয়ে আগামী যাত্রাপথকে অবারিত, বাধামুক্ত করো।

বর্ষশেষ ও বর্ষারম্ভ—রুদ্র ও শিব একই পথের। ১৩৭৯ সালকে আমরা স্বাগত জানাই। একটি বৎসরের বেদনাক্লিন্ন ইতিহাসে বাংলার কথা সকলেই জানেন। তাই বলিয়া এবারের উনআশি সালকে সেভাবে গ্রহণ করার কোন যুক্তি নাই কিংবা অনাগতের জন্য আশঙ্কাগ্রস্ত হওয়ার পিছনে কোন কারণ থাকিতে পারে না।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গে নূতন সরকারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এখন বর্ত্তমান সরকারের ঘোষিত কর্মসূচীর বাস্তব রূপায়ণ চলিবে। মানুষ পোষিত-আশাপূরণে স্বস্তি ও মঙ্গলের সন্ধান পাইবে। তবে সেজন্য জনগণের অনেক দায়িত্ব আছে। আজ প্রধান প্রয়োজন দেশের সার্বিক সংস্কারের। এই প্রচেষ্টায় সকলের কল্যাণস্পর্শ চাই।

নববর্ষবরণে আমরা সাল তামামী চাহি না। যাহা অনাগত তাহার সম্পর্কে অহেতুক অনিশ্চয় আশঙ্কা করিব না। পুরাতনকে শ্রদ্ধা এবং নবীন শুভেচ্ছা জানাই গভীর আন্তরিকতায়।

॥ বিপন্ন অস্তিত্ব ॥

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ফরাক্কা প্রকল্পের ব্যাপারে দিল্লীতে আলোচনা করবেন এই কথা আছে। ফরাক্কা এখন গঙ্গার উপর দিয়ে উত্তরবঙ্গ, আসাম প্রভৃতির সঙ্গে ভারতের অন্যান্য অংশের যোগাযোগ রক্ষাকারী একটি ব্যবস্থা মাত্র। মূলতঃ ফরাক্কা প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল হুগলী নদীর নাব্যতা রক্ষা করা; কলিকাতা বন্দরের দুর্গতি দূর করা; ভাগীরথী নদীকে মজে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচান এবং পশ্চিমবঙ্গের অর্থ-নৈতিক উন্নয়নকে পুনরুজ্জীবিত করা। বস্তুতঃ বেশ কয়েক বছর ধরে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেও আজকের যে অবস্থা এসেছে, তাতে উল্লেখিত উদ্দেশ্যগুলি ফরাক্কা প্রকল্প থেকে সিদ্ধ হবে কিনা সন্দেহ।

কারণ, এর প্রথম কথাই হচ্ছে যে, গঙ্গার জল, ভাগীরথী নদী দিয়ে যদি প্রবাহিত করা না হয়, তবে কোন লক্ষ্যই পূরণ হবে না। এবং জলের তোড় না থাকায় হুগলী নদীতে পলিজমার দরুণ অগভীরত্ব দূর করতে ড্রেজারের ক্ষমতায় কুলোচ্ছে না। তাই অগভীর নদীবুকে সওদাগরী বড় বড় জাহাজ কলিকাতা বন্দরে ভিড়তে পারবে না। ফলে বাণিজ্য মার খাবে এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রাণ কলিকাতা সব খুইয়ে একটি প্রাণহীন নগরীমাত্র হয়ে পড়বে। বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান বিদায় নেবে। এ ছাড়াও আরও নানা 'বাই প্রোডাক্ট' আছে। হুগলী নদীর লাবণতা যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে কলকারখানা, রেল ইঞ্জিন অচল হতে দেরী নেই। পানীয় জলেরও দারুণ অসুবিধার সৃষ্টি করবে। ক্রমেই শুকিয়ে যাওয়া ভাগীরথী এ দেশের নদীনির্ভর জনজীবনকে এক অসহায় পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দেবে।

গঙ্গার জল পাওয়া যাবে না কেন? কেন ভাগীরথী দিয়ে প্রয়োজনমত চল্লিশ হাজার কিউসেক জল আনা যাবে না? অথচ এই জলের জন্যেই একদা ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যথেষ্ট বাদানুবাদ চলেছিল। উত্তর ভারতে গঙ্গার জল যে পরিমাণে নেওয়া হচ্ছে, তাতে এখানে জলের কমতি হচ্ছে। তার ওপর গঙ্গা ও কাবেরীর মধ্যে সংযুক্তি ঘটানর মতলব কেন্দ্রীয় সরকারের আছে। এতে করে জলের সরবরাহ আরও কমে যাবে।

খবরে জানা যায়, যে কেন্দ্র এ পর্যন্ত মুখ খোলেন নি কি করে কলকাতা বন্দরকে বাঁচান যায়। অথচ এই কাণ্ড অনেকদিন হতেই চলছে। পশ্চিমবঙ্গবাসীর অশেষ সৌভাগ্য যে, বর্তমান রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ফরাক্কার জন্য তথা কলিকাতা এমন কি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের জন্য চিন্তিত হয়েছেন এবং দিল্লীতে এই সম্পর্কে আলোচনা করছেন। আলোচনার ফলাফল শীঘ্রই আমরা জানতে পারব। আর তিনিও বলতে পারবেন—কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ বাঁচবে না ধুঁকবে।

আমাদের কয়েকটি ছোট প্রশ্ন আছে:

(১) ফরাক্কা টেকনিক্যাল কমিটির বৈঠক যা এই মাসে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, বাতিল হল

—৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন

বিজ্ঞপ্তি

ময়ূরাক্ষী সেচ পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অবদান আজ সর্ব্বজন স্বীকৃত এবং বাস্তব সত্য। এই সেচ প্রকল্প চালু হওয়ার ফলে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্ভুক্ত সেচ এলাকার আবার আর্থিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। ময়ূরাক্ষীর সেচের সাহায্যে ব্যাপক এলাকাতে দ্বিতীয় ফসল বিশেষ করে উচ্চ ফলনশীল গমের চাষ সম্ভব হয়েছে।

ময়ূরাক্ষী উন্নয়ন কর যখন একরে ১০৲ টাকা ধার্য্য করা হয় তখন প্রতি মণ ধানের দর ছিল মাত্র ৮৲ টাকা, কিন্তু আজকে সেই ধানের দর বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি কুইন্টাল (২ মণ ২৭ সের) ধানের দাম ৮০৲ টাকায় উঠেছে। কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয় ময়ূরাক্ষী সেচ এলাকার অনেক চাষী ভাই এখনও পর্য্যন্ত বকেয়া উন্নয়ন কর (ক্যানেল কর) পরিশোধ করেন নাই তাই এই বৎসর আমরা ময়ূরাক্ষী সেচ এলাকায় ব্যাপক কর আদায়ের পরিকল্পনা করেছি এবং সকল শ্রেণীর করদাতাকে হাল ও বকেয়া কর অতি অবশ্যই আদায় দিতে অনুরোধ করিতেছি।

যদি সময় মত উক্ত কর না মিটিয়ে দেন তবে শতকরা ৬৳ হারে সুদ লাগবে। কাজেই তার আগেই রেভিনিউ মোহরার, ক্যানেল-তহশীলদার বা তহশীলদারের নিকট অর্থাৎ যিনি আপনার এলাকার জন্য ভারপ্রাপ্ত আদায়কারী তাঁর কাছে জলকর দিয়ে দিন।

যদি সরকারী পাওনা সময় মত না মিটিয়ে দেন তাহলে সার্টিফিকেট জারী করে আপনার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করা এবং স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে; আপনারা নিশ্চয়ই চান্ না যে আমরা এই রকম কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হই।

বিশেষ তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক, ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা সিউড়ী, বীরভূম কর্ত্তৃক প্রচারিত।

অতীত কথা কও

॥ গ্রাম মাখালতোড় ॥

—শ্রীচিত্ত দাস

গ্রামের নাম মাখালতোড়। সালার ষ্টেশন থেকে নেমে সোজা পশ্চিমের মেঠো পথ ধরে তিন মাইল হাঁটলেই মাখালতোড়ের মুখোমুখি হওয়া যায়। নিতান্তই গণ্ডগ্রাম—মুর্শিদাবাদ জেলার আরো হাজারটা গ্রামের সঙ্গে কোনো বৈসাদৃশ্য নেই।

অতীত ইতিহাসের এক বিস্মৃত অধ্যায়কে বুকে চেপে নিয়ে ভরতপুর থানার বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য ইঁট-পাথর—অধিকাংশই উপেক্ষিত, কিছু কিছু লৌকিক দেবতার অলৌকিকত্বের মহিমায় বহু শতাব্দীর সিঁড়ি ভেঙ্গে আজো অন্ত্যজশ্রেণীর অধিবাসীদের কাছে বন্দিত ও পূজিত।

উপেক্ষিত গ্রাম মাখালতোড় ও ভরতপুর থানার অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রাম—যে গ্রামে আজো সভ্যতার আলো প্রবেশ করে নি।

প্রত্যেকটি গ্রামের নামের পেছনেই একটা না একটা ইতিহাস জড়িয়ে থাকে। ঐ ইতিহাস উদ্ধার করা কঠিনতম কাজ—চেষ্টা করেও সে ইতিহাস সংগ্রহ করা যায় না। এই দুরূহতম কাজে প্রবেশ করে দেখেছি, কিংবদন্তীর মোড়কে এই নামগুলো এমনভাবে জড়ানো থাকে যে মোড়কগুলো ছাড়ালেও নামের সত্যিকারের ইতিহাসকে বিধৃত করা যায় না। কারণ সংগতি স্থাপন করার মতো কোন ঐতিহাসিক দলিল আমাদের হাতের কাছে নেই।

কিন্তু আশ্চর্যভাবেই মাখালতোড় নামের ঐতিহাসিক কারণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য নয়। মোটামুটি ভাবে মাখালতোড় গ্রামে চার পাঁচটি লৌকিক দেবতা রয়েছেন—ক্ষেত্রপাল, বৈদ্যনাথ-ধর্মরাজ-মহাদেব-রাধাবিনোদ।

ক্ষেত্রপাল লৌকিক দেবতা। অষ্টাদশ শতাব্দীর 'তারকেশ্বর শিবতত্ত্ব' গ্রন্থে অন্যান্য লৌকিক দেবতাদের সঙ্গে ক্ষেত্রপালেরও নাম পাওয়া যায়। ক্ষেত্রপাল তখন পল্লীবাংলার অন্যতম উপাস্য দেবতা। মধ্যযুগের বহু মঙ্গলকাব্যেও ক্ষেত্রপালের নামোল্লেখ আছে। মঙ্গলকাব্যগুলি থেকে পাঠ গ্রহণ করলে স্পষ্টতঃই এ ধারণা জন্মাবে যে ক্ষেত্রপাল একজন নন, "তিনি বিভিন্ন আকৃতিতে ও মূর্ত্তিতে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন দিক রক্ষা করেন। ক্ষেত্রপাল একটি দিকপাল দেবতা কিংবা দিকপাল দেবতাদের ক্ষেত্রপাল বলা হয়।" এই ক্ষেত্রপালেরই আরেক সমকক্ষ দেবতা 'মহাকাল'।

"তারকেশ্বর শিবতত্ত্ব" অনুযায়ী

"ক্ষেত্রপাল মহাকাল প্রভৃতি দেবতা
যাহার যেরূপ ভক্তি সেরূপ গঠিতা"।

বলরাম কবিশেখরের 'কালিকামঙ্গল' অনুযায়ী

"দাধার চণ্ডিকা বন্দোঁ ঘোড় করে পাণি।
বালিয়ায় বন্দিলাম জয়সিংহ-বাহিনী॥
ঘুরালো মাখাল বন্দোঁ পুরাণের ঘাটু।
তালপুরে ষষ্ঠী বন্দোঁ হাসনানের বটু॥"

মহাকাল থেকে মাকাল—মাকাল থেকে এসেছে মাখাল। মাখাল ঠাকুর গ্রামবাংলার মৎস্যজীবিদের উপাস্য লৌকিক দেবতা।

এই মাখাল ঠাকুর থেকেই যে গ্রামের নাম হয়েছে মাখালতোড় এই সত্যে পৌঁছিতে খুব বেশী দেরী হয় না যখন আমরা গ্রামের উপাস্য দেবতা ক্ষেত্রনাথ বা ক্ষেত্রপালের মূর্ত্তির সঙ্গে মাখালঠাকুরের সাদৃশ্য খুঁজে পাই। মাখালঠাকুরের কোন মূর্ত্তি নেই আকৃতি স্তূপের মতো গ্লাশ উল্টে রাখলে যে চেহারা ফুটে ওঠে পর পর সে রকম দুটো গ্লাশের চেহারা নিয়েই মাখালতোড় গ্রামের মাকাল ঠাকুর ক্ষেত্রনাথ বা ক্ষেত্রপালের নামের আবরণে বিরাজিত। আদিম মানুষের সামনে দেবতার কোন ধ্যানমূর্ত্তি ছিল না, পাথর চেঁছে চেঁছেই আদিম দেবতার মূর্ত্তি তৈরী করা হতো। মূর্ত্তি দুটো যে মাকালঠাকুরের অতি সহজেই তা বোঝা যায়; আর বোঝা যায় বলেই মাখালতোড় গ্রামের সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়। এখন প্রশ্ন আসে মাখালঠাকুর তো মৎস্যজীবীদের দেবতা—এখানে নদীই বা কোথায় আর মৎস্যজীবীই বা কোথায়। মুর্শিদাবাদ জেলার পুরানো মানচিত্র প্রমাণ করে ভাগীরথী নদী এই গ্রামের পাশ দিয়েই প্রবাহিত ছিল। নদীকে কেন্দ্র করে নিশ্চয়ই এখানে অতীতে বহু মৎস্যজীবী বাস করতেন। কালক্রমে এখান থেকে নদী বহু দূরে সড়ে গেছে, মৎস্যজীবীরাও চলে গেছে নদীর সঙ্গে

সঙ্গে—মাকালঠাকুর থেকে গেছেন ক্ষেত্রপাল ক্ষেত্রনাথের ছদ্মনামে। নদী নির্ভর মাকালঠাকুর কৃষি নির্ভর ক্ষেত্রনাথ ক্ষেত্রপালের নাম ধারণ করেছেন বটে কিন্তু নিজের স্বরূপ লুকাতে পারেন নি। ইতিহাসের ছাত্রের চোখে মাকালঠাকুর অতি সহজেই ধরা পড়ে যান, আর ধরা পড়ে যান বলেই মাখালতোড় গ্রামের উৎপত্তি নির্ণয় করার দুঃসাধ্যতম কাজও অত্যন্ত সরল হয়ে যায়। 'তোড়' শব্দটির অর্থ বের করতেও কষ্টকল্পিত কোন ধারণার মধ্যে চিন্তাকে ধাবিত করাতে হবে না। 'তোড়' মানে হচ্ছে—violence of a stream. ভাগীরথী নদীর স্রোত এখানে একদিন নিশ্চয়ই ছিল প্রখর ও অশান্ত। এবং অশান্ত স্রোতের গতিই ভবিষ্যতে নদীর দিক পরিবর্তনে সাহায্য করেছিল।

জঙ্গিপুরের কড়চা

সম্প্রতি সেকেন্দ্রা গ্রামে উদ্‌যাপিত হলো যোগী যোগীন্দ্রের জন্মশত বার্ষিকী। যোগীন্দ্রনারায়ণ ছিলেন জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের পণ্ডিত মশাই। অবসর প্রাপ্ত জীবনের অপরাহ্ণ বেলার দিনগুলি কাটিয়ে ছিলেন তিনি এই গ্রামে। তিনি ছিলেন যোগী, ছিলেন মাতৃসাধক, ছিলেন পরম বৈষ্ণব। তাঁর জীবনব্যাপী সাধনায় ছিল সমন্বয়ের আদর্শ। জীবনের শেষ দিনগুলি কাটিয়েছেন বৈষ্ণবাদর্শে—কান্তা ভাবে ভাবিত হয়ে মধুর রসের ভজন-সাধনে। তাঁর সাধক জীবন ছিল প্রচ্ছন্ন—প্রচারের পরিপন্থী। তাই সাধনের বহিঃপ্রকাশ ছিল না। কয়েকজন অন্তরঙ্গ ছাড়া তাঁর সাধনার খবর অনেকেরই অজ্ঞাত ছিল। আত্মপ্রতিষ্ঠায় ছিলেন তিনি নির্লোভ। শোনা যায় তাঁর ঈশ্বর দর্শন হয়েছিল। সাধন বলে পেয়েছিলেন জগজ্জননীর দর্শন লাভ। আর পেয়েছিলেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রত্যক্ষ দর্শন। ১২৭৮ সালে এই যোগীপুরুষের আবির্ভাব। সেকেন্দ্রার উৎসাহী উদ্যোক্তারা সত্যই একটি মহৎ কর্ম করলেন। যে যোগীন্দ্রের যোগাসনের দুর্লভ সুযোগ সেকেন্দ্রা লাভ করেছিল—যোগীন্দ্রনারায়ণের জন্মশতবর্ষ পালন করে সাধক ঋণ শুধু পরিশোধ করলো না—সাধকের ও সাধনার পুণ্য পীঠভূমি বলে পরিচিতি লাভ করলো।

এখানে শতবর্ষ পূর্ত্তি উৎসবে হয়েছিল বেশ কয়েকজন সাধু এবং সাধকের সমাবেশ। বহু দর্শক, পুণ্যার্থী যোগ দিয়েছিলেন এই মহোৎসবে। তবে তাদের অনেকের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সাধু দর্শন—সাধু ভাষণ শোনার আগ্রহ বা ধৈর্য্য তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা গেল না। আগ্রহী শ্রোতা যাঁরা ছিলেন তাঁদেরকে নিরাশ করেছিল মহিলা ও শিশুদের অশ্রান্ত কল-কাকলি। ব্যবস্থাপনায় এ দিকটি বিশেষ উপেক্ষিত হয়েছে বলে—অনেক শ্রোতা দর্শকের অভিমত।

* * *

জঙ্গিপুরে সাংস্কৃতিক চর্চ্চা প্রায় ক্ষয়িষ্ণু। তবু জন জীবনে এক আধটুকু তোলপাড় সৃষ্টি হয় যখন সাংস্কৃতিক কোন প্রতিষ্ঠানের বা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের আয়োজনের কমণ্ডলু হতে ঝরে পড়ে ছিটেফোঁটা আনন্দবারি। অধুনা একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল স্থানীয় কলেজের ছাত্রেরা জঙ্গিপুর উচ্চতর বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। সেখানে শ্রোতার অভাব ছিল না (সেখানে তিল ধারণের স্থান ছিল না) কিন্তু অভাব ছিল কিছু সংখ্যক শ্রোতার ধৈর্য্যের আর রুচিবোধের। স্পষ্টই বোধ হচ্ছিল—এখানের শ্রোতারা রসপিপাসু—তবে রবীন্দ্র সংগীতের নয়—হিন্দী ফিল্মের হাল্কা অথচ চটুল ঢঙে পাঞ্চ করা গানের। তাই বুঝি, জনৈক নামকরা রবীন্দ্র সঙ্গীতজ্ঞকে জোর করেই এমন কি জেদ করেই শোনাতে হয়েছিল (কিছু সংখ্যক হাল্ক-রুচির শ্রোতাদের প্রচণ্ড অমতে যার ফলশ্রুতি সোরগোল আর চিল্লানি) রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি গান। রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী এখানে রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেষণ করতে এসে শ্রোতাদের রুচি বিকার দেখে বিভ্রান্ত, বিমূঢ় হয়েও গেয়েছিলেন—"জেনে শুনে বিষ করেছি পান"।.....ধন্য জঙ্গিপুর! সাবাস, শ্রোতৃবৃন্দ, (কিছু সংখ্যক)! আপনাদের রসবোধ ও রুচিবোধ! এই কি "জঙ্গিপুরিয়ান কালচারের" নমুনা?

লাঠির আঘাতে মৃত্যু

সাগরদীঘি, ৫ই এপ্রিল—গতকাল বহরমপুর সদর হাসপাতালে সাগরদীঘি থানার চন্দনবাটী গ্রামের লাঠির আঘাতে আহত লাল মিঞা (২৪) শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, লাল মিঞারা তিন ভাই। গম ভাগাভাগি নিয়ে ভাইয়ে-ভাইয়ে কলহের সূত্র-পাত। লাল মিঞা বড়। গত সোমবার কলহ চরমে উঠলে মা হুকুম দেন ছোট ভাই গোলাপ মিঞাকে লাঠি দিয়ে বড় ভাইকে মারতে। গোলাপ মায়ের হুকুম পেয়ে বৌদি এবং ছোট ভাই কাজেম মিঞার সামনেই তিনবার লাঠির আঘাত করে। ঐ আঘাত লাল মিঞার কানের পাশে, মাথায় এবং বুকে লাগে। ফলে প্রচুর রক্তপাত হয় এবং তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তাঁর শ্বশুর সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাঁকে প্রথমে সাগরদীঘি এবং পরে বহরমপুর হাসপাতালে ভর্ত্তি করেন। গতকাল তিনি মারা যান। পুলিশ তাঁর মাকে গ্রেপ্তার করেছে। ভাইয়েরা এখনও ফেরার।

নিউ মার্কেটে নয়া পাঁয়তারা

সাগরদীঘি, ৫ই এপ্রিল—সাগরদীঘি নূতন বাজার নিয়ে মুদী ব্যবসায়ী শ্রীকিশোরীপ্রসাদ কেশরী তাঁর দলবল নিয়ে নূতন ধরণের এক পাঁয়তারা শুরু করেছেন। এই বাজারটি পরলোকগত রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহের। দেখাশোনা বা ভাড়া আদায় করতেন এবং এখনও করেন তাঁর ম্যানেজার শ্রীগঙ্গা দত্ত। কিন্তু গত ৩০শে মার্চ্চ (বৃহস্পতিবার) কিশোরী বাবু এসে দোকানদারদের কাছে ভাড়া চান এবং বলেন যে তিনিই এখন থেকে এই বাজার-টির মালিক। দোকানদারদের পক্ষ থেকে বাধা দেন শ্রীগণেশ দাস। তিনি বলেন যে তাঁরা ভাড়া নিয়েছেন রায়বাহাদুরের কাছ থেকে। তাঁরা তাঁর ম্যানেজার শ্রীদত্তকে ভাড়া দেন এবং রসিদ নেন। সুতরাং কিশোরীবাবুকে হঠাৎ কোন নির্দ্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তাঁরা ভাড়া দিতে যাবেন কেন? এই কথা শুনে কিশোরীবাবু কয়েকজন যুবককে তাঁর ওপর লেলিয়ে দেন। ব্যবসায়ী গণেশবাবুর মতে সেদিন কিশোরীবাবু তাঁকে মারধোর এবং

দোকান লুঠের জন্যই নাকি তাঁর দলবলকে ঐভাবে লেলিয়ে দিয়েছিলেন। তা ছাড়া রায়বাহাদুর এখন আর বেঁচে নাই সুতরাং এই সুযোগে নূতন বাজারের ব্যবসায়ীদেরকে ভয় দেখিয়ে বা মাথায় হাত বুলিয়ে "টু পাইস-ইনকামের" ধান্দা করেছিলেন কিশোরী-বাবু, তাঁর ছেলে এবং ঐ সব শিক্ষিত (!) যুবকদল। সেদিন ব্যবসায়ীদের বাঁচাতে গিয়ে মার খেতে হয়েছে ঐ যুবকদলের হাতে নিরীহ দুইজন ভদ্র-লোককে। একজনের নাম শ্রীবিশ্বরঞ্জন চৌধুরী (ভোলা) এবং অপর জনের নাম শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী (নাড়ু)। যদিও এঁরা প্রহৃত হন তবুও এঁদের উপস্থিতিতেই সেদিন নূতন বাজারের ব্যবসায়ী গণেশবাবু বেঁচে যান এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীদের জিনিস রক্ষা পায়।

সম্পাদকীয়

২য় পৃষ্ঠার পর

কেন? (২) উত্তর ভারতের সেচ প্রকল্পগুলিতে গঙ্গার জল নেওয়ার আগেই তো ফরাক্কা প্রকল্পে হাত পড়েছিল। তবু সে প্রকল্পগুলিতে গঙ্গার জল টেনে নিয়ে এদিকে কমানর ব্যবস্থা হল কেন? (৩) কেনই বা গঙ্গার জল কাবেরী নদীতে নেওয়া হবে ফরাক্কাকে মেরে? (৪) পশ্চিমবঙ্গের জন্য কেন্দ্রীয় মনোভাব কী? (৫) গঙ্গার পলি সরাতে কলিকাতা পোরট কমিশনারসের যে টাকা খরচ হয়, তার অনেকটাই কেন্দ্র বহন করেন; সেইটাই কি এই রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের সদিচ্ছার নিদর্শন? (৬) ফরাক্কা প্রকল্প কি গঙ্গার ওপর কেবল পারা-পারের সেতু তৈরী করার জন্যেই? (৭) কলিকাতা বন্দর প্রয়োজনমত জল আর কীভাবে পেতে পারে এবং কতদিনে? আর ততদিনে কলিকাতা বন্দরের কোন গুরুত্ব থাকবে কি?

কলিকাতা বন্দর বন্ধ হলে আর দমদম বিমান বন্দরের দম আটকানো (সংবাদ : আনন্দবাজার : ৫, ১, ৭৯) হলে ভারতের অর্থনীতি আরও উজ্জ্বল হবে কি? পশ্চিমবঙ্গকে ভাতে মারার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার সচেতন আছেন তো?

হর্ষবর্দ্ধন ॥

—শ্রীবাতুল

তের শত উনআশি শুভ নববর্ষ
শ্রীবাতুলের কাম্য পাঠকের হর্ষ।

* * *

পত্রান্তরে প্রকাশ, শ্রীবাতুল শুধু জ্ঞান দেয় আর কেন্দ্রের সমালোচনা করে।

—ঠিক, জ্ঞান দেওয়াটা অজ্ঞানতিমিরান্ধদের জন্যে। আর কেন্দ্র ঠিক না থাকলে পরিধি চুপ্‌সে তুব্‌ড়ে যাবে—এই যা ভয়।

* * *

'ভাষা-কমিশনে কুড়ি লক্ষ টাকা কাবার, একখানা বইও প্রকাশ হয় নি।' —সংবাদ

—এটা 'অমিশন' অব্‌ কমিশন, না জনগণের টাকায় শ্বেতহস্তী পোষণ?

* * *

উত্তর ভারত গঙ্গার জল নিচ্ছে; গঙ্গা-কাবেরী সংযোগে ভাটির দেশ পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গার জলে টান পড়বে। ফরাক্কা প্রকল্প এর আগের ব্যাপার! সুতরাং তার বা কলিকাতা বন্দরের কী হবে?

—ফর (এভার) অক্কা। **কেন্দ্রের জহ্নুমুনি** প্রসন্ন না হলে **বঙ্গীয় ভগীরথ** হিল্লি-দিল্লী করে কী করবেন?

* * *

পনের বছর মেয়াদী ইরাক-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তিতে কী লাভ হল?

—মাথাব্যথা টু ওয়াশিংটন ভায়া তেহেরাণ।

* * *

পশ্চিমবঙ্গের নতুন নামকরণে সাড়া পড়ে গেছে।

—অথ **নির্ব্বাচনোত্তর তৎপরতা?**

* * *

'এবারের বাজেট সম্পর্কে কিছু বলার আছে? —প্রশ্ন

—কিচ্ছু না। কেন না, **পুঁজিপতিরা মার খায় না** কোন বাজেটেই। মার খায় যাদের **পদার্থ নেই** (পদ ও অর্থ ইতি দ্বন্দ্ব) তারাই।

* * *

মৎপুত্র হাবাকৃত 'পদার্থ'-এর ব্যাসবাক্য—**'পদ ও অর্থ বিদ্যমান যাহাতে'**। উদাহরণ, **মন্ত্রীরা**। তার ভাষ্য এই যে, এমন মন্ত্রী নেই যাঁর পদ আছে, অর্থ নেই।

তারাপুর কোম্পানীর শ্রমিক কর্ম্মচারীদের অনির্দ্দিষ্টকাল সাধারণ ধর্ম্মঘট শুরু

গত ১২ই এপ্রিল বেলা ১টা থেকে তারাপুর কোম্পানীর শ্রমিকরা অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু করেছেন। ধর্মঘট শুরু করার কারণ হিসাবে ইউনিয়ন সূত্র থেকে জানা গেল,—৫৪ দফা দাবির ভিত্তিতে এই ধর্মঘট। প্রধান কয়েকটি দাবি হচ্ছে (১) শতকরা ২৫ ভাগ বোনাস (২ নিয়মিত শ্রমিকদের এককালীন ৫০ টাকা ও দিন মজুরদের এককালীন ২ টাকা বৃদ্ধি (৩) বর্ষাকালীন ভাতা (৪) অপারেটর ক্লার্ক প্রভৃতিদের বেতন বৃদ্ধি (৫) ৬টি চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগে (৬) চুক্তি বিরুদ্ধভাবে সাপ্লাই ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগের প্রতিবাদে প্রভৃতি দাবি। প্রকাশ, এই সমস্ত দাবি-গুলি নিয়ে মালিকপক্ষের সঙ্গে গত তিন মাস ধরে আলাপ আলোচনা চলেছে কিন্তু কোন সুরাহা হয় নি।

গৃহীযোগী যোগীন্দ্রনারায়ণ কাব্যতীর্থ মহাশয়ের জন্মশত বার্ষিকী স্মরণে সাধু সম্মেলন

গত ৯ই এপ্রিল অপরাহ্ণ চার ঘটিকায় স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনারায়ণ কাব্যতীর্থের জন্মশত বার্ষিকী স্মরণে তাঁহার গুণমুগ্ধ ভক্তগণ কর্ত্তৃক সেকেন্দ্রা জুনিয়র হাই স্কুল প্রাঙ্গণে এক মহতী জনসভা ও সাধু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই জনসভায় বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল হইতে আনুমানিক ১০।১২ হাজার নরনারীর সমাগম হয়। বিন্দুবাসিনী আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী হরি-হরানন্দগিরি মহারাজ (বারহারোয়ার সাধুবাবা) পরম বৈষ্ণব, হরিপুরুষ জগদ্বন্ধুসুন্দরের মহাভক্ত ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, স্বামী নিরঞ্জনস্বরূপ মহারাজ ও গৃহীসাধু ডাঃ গিরীন্দ্রমোহন ব্যানার্জ্জী প্রমুখ সাধুগণ এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

তাঁহারা সকলেই মহাযোগী যোগীন্দ্রনারায়ণের যোগ জীবনের অপূর্ব্ব কথা আলোচনা করেন। ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ও স্বামী হরিহরানন্দগিরি তাঁহাদের ভাষণে বলেন—যোগী যোগীন্দ্রনারায়ণ

—পর পৃষ্ঠায় দেখুন

৫ম পৃষ্ঠার পর

সাধু সম্মেলন

ছিলেন এক ঋষিকল্প মহান্ পুরুষ! তাঁহার জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল আত্মপ্রচার বিমুখতা। যোগের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াও তাই তিনি সাধারণ মানুষের মত জীবন-যাপন করিয়া গিয়াছেন।

সভার শেষে শ্রীদুঃখভঞ্জন স্যান্যাল মহাশয় রাসলীলা কীর্ত্তন পরিবেশন করিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলীকে তৃপ্তি দান করেন।

১ম পৃষ্ঠার পর

মহকুমা হাসপাতালে অব্যবস্থা

প্রাইভেট হিসাবে কিছু মুদ্রা ব্যয় করলে প্লেট মেলে, ছবিও ওঠে। খবরে জানা যায়, বুলিবাবু তাঁর স্ত্রীর ব্যাপারে হাসপাতালে যে অসহনীয় অবস্থায় পড়েন, তার জন্যে গত ৬ই এপ্রিল চীফ মেডিক্যাল অফিসার মহাশয়কে তীব্র তিরস্কার করেন। এই হাসপাতালে নানা অব্যবস্থার সংবাদ ইতঃপূর্বে আমরা প্রকাশ করেছি। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ এদিকে একটু নজর না দিলে জনসাধারণের হয়রানির শেষ হবে না কোনদিন।

দুইজন কর্মী শহরের বৈদ্যুতিক গোলযোগ সারাতে সারা

ক্রমসম্প্রসারমান রঘুনাথগঞ্জ শহরের কোথাও না কোথাও বৈদ্যুতিক বিভ্রাট হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রে কর্তব্যরত দুইজন বিদ্যুৎকর্মী ইহার তদারকী করিতে সক্ষম হন কি? আমরা প্রেসের তরফ হইতে বৈদ্যুতিক বিভ্রাটের জন্য যথাস্থানে জানাইয়াও যে তিমিরে সেই তিমিরে। আমাদের কাজকর্ম এবং সময়মত পত্রিকা প্রকাশ বাধ্য হইয়া বন্ধ করিতে হয়। এখানে আরও কিছু কর্মী বাড়াইয়া দিতে বিদ্যুৎ পর্ষৎকে অনুরোধ করি।

সাধারণের জ্ঞাতব্য

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি যে মৌজে ছোটকালিয়াই ও মৌজে পাউলী মধ্যে আমার জমি আছে। আমি পাকিস্থানে কর্ম্মচারী থাকাকালীন উক্ত জমি থানা রঘুনাথগঞ্জের অধীন খড়কাটী গ্রামের মৃত আবদুর-রহমান বিশ্বাসের পুত্র আমার জামাতা লোকমান বিশ্বাসকে রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়াছিলাম। এক্ষণে আমি অবসর গ্রহণ করিয়া এখানে আসিয়াছি এবং আমার সম্পত্তি আমি নিজে দেখাশুনা করিতেছি। কেহ আমার জামাতার সহিত কার্য্য করিবেন না। তাহার কৃতকার্য্যের জন্য বাধ্য থাকিব না। ইতি ২রা বৈশাখ, ১৩৭৯ সাল।

আবুল খয়ের, সাং ছোটকালিয়াই
পোঃ জঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ)

ডাকাতি

গত ১৬ই এপ্রিল গভীর রাত্রে রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত জরুর গ্রামের সেরাজ মণ্ডলের বাড়ীতে ডাকাতি হয়। দুর্বৃত্তদের সঙ্গে বন্দুক ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রাদি ছিল। গৃহস্বামী দুর্বৃত্তদের হাতে প্রহৃত হন। তিনি নাকি দুর্বৃত্তদের অনেককে চিনতে পেরেছেন। দুর্বৃত্তরা নগদ টাকা, ধান-চাল ও বাসনপত্র নিয়ে গিয়েছে। কেহ গ্রেপ্তার হয়নি।

ব্যবসায়ীর পরলোকগমন

রঘুনাথগঞ্জের ব্যবসায়ী নানিকরাম আগরওয়ালা গত ৪ঠা বৈশাখ ভোর ৫ ঘটিকার সময় ৫৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। তাঁহার মধুর ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ ছিলেন। তাঁহার পরিজনবর্গের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।